দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 JAN 2003
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

বানারীপাড়া কলেজে আসলে যা ঘটেছিল

বরিশাল অফিস ।। বানারীপাড়া কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে কামরুলকে বুধবার বহিষ্কার করা হয়নি এমন দাবি অধ্যক্ষ ও হল সুপার করলেও আসল ঘটনা বেরিয়ে এসেছে। ৪ নম্বর কক্ষে চাখার কলেজের ছাত্র কামরুল পরীক্ষা দিচ্ছিল। সে পরীক্ষার শুরু থেকেই নকল করার সুযোগ পাচ্ছিল। দ্বিতীয় ঘন্টায় হলের পরিদর্শক সুলতানা আক্তার লিপি নকলসহ তাকে ধরে ফেললে সে লিপীকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। কামরুল ছাত্রদলের প্রভাবশালী নেতা। তখন অপর পরিদর্শক লিয়াকত হোসেন তার খাতা

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

বানারীপাড়া কলেজে

(৮ম পৃঃ পর)

নিয়ে যান এবং বহিষ্কার করে প্রতিটি কক্ষে নোটিস প্রচার করেন। এর আধঘন্টা পর সরকারী দলের চাপে অধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী কামরুলকে এবং পরিদর্শক লিপিকে তার কক্ষে ডেকে পাঠায়। অধ্যক্ষের নির্দেশে কামরুল লিপির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। অধ্যক্ষ কামরুলের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তার পরীক্ষার সুযোগ করে দেন। ঐদিন হলে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিল না। পরীক্ষা শেষে কামরুল লিপিকে দেখে নেয়ার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।